তারিখ 27 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

যুগান্তর

পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী

তিন বছরে ঝরে পড়ল সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী

যুগান্তর রিপোর্ট

নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে মাত্র ৩ বছরেই ঝরে পড়ল প্রায় সাড়ে ৫ পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থী ২০১৩ সালে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পাস করেছে। কিন্তু পরে আর শিক্ষার স্রোতধারায় টিকতে পারেনি। সমাপনী পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থী এবং এবারের জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার্থীদের তথ্য পর্যালোচনা করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা আসছে ১ নভেম্বর শুরু হওয়া জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত পিইসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন শিক্ষার্থী। আর এ বছর জেএসসি ও জেডিসিতে মোট পরীক্ষার্থী ২৪ লাখ ১০ হাজার ১৫ জন। এ তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে, তিন বছরে ঝরে পড়েছে পাঁচ লাখ ৪০ হাজার ৭৮ জন কোমলমতি শিক্ষার্থী। শতকরা হিসেবে ঝরে পড়ার হার ১৮ দশমিক ৩০ শতাংশ।

শিক্ষায় ঝরে পড়া কমাতে সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদানসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এরপরও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর এভাবে ঝরে পড়ার পেছনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও একাডেমিক সমস্যা আছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযানের (ক্যাম্পে) উপপরিচালক কেএম এনামুল হক যুগান্তরকে বলেন, নিম্ন মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কয়েকটি কারণ আছে। প্রাথমিকের জন্য প্রতি গ্রামে স্কুল আছে। কিন্তু নিম্ন মাধ্যমিকে তা নেই। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পঞ্চম শ্রেণী পাসের পর ছাত্রীরা আর দূরের স্কুলে পড়তে যায় না। আর ছাত্ররা 'অনানুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে' প্রবেশ করে। এছাড়া আমরা গবেষণায় দেখেছি, স্কুলগুলোতে টিউশন ও কোচিং প্রথা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। কিন্তু দরিদ্র মানুষের পক্ষে টাকা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গ্যাপ কোচিংয়ে পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেক শিক্ষার্থী লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। নিম্ন মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে তিনি ক্যাচমেন্ট অ্যারিয়া ঠিক করে প্রয়োজনীয় স্কুল স্থাপনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, এ ক্ষেত্রে সব সরকারি প্রাইমারিতে নিম্ন মাধ্যমিক খোলা উচিত হবে না। কারণ এর সঙ্গে অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও ব্যয়ের বিষয়টিও জড়িত। কেবল প্রয়োজনের নিরিখেই এই পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

ঝরে পড়া বন্ধে সরকারি উদ্যোগের গলদ বের করার পরামর্শ

এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ধরে রাখতে উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়া হচ্ছে। এর বাইরে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাস চালু করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েদের বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহিত করতে খোদ প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর নেতৃত্বে কাজ চলছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের উল্লিখিত উদ্যোগগুলো যেহেতু শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বন্ধ করতে পারছে না, তাই এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

ঝরে পড়ল সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজনে বাস্তবায়ন পদ্ধতির গলদ বের করতে হবে। এবার মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ১১ লাখ ২৩ হাজার ১৬২ জন ও ছাত্রী ১২ লাখ ৮৬ হাজার ৮৫৩ জন। ছাত্র থেকে ছাত্রী বেশি এক লাখ ৬৩ হাজার ৬৯১ জন। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেএসসিতে ২০ লাখ ৩৫ হাজার ৫৪৩ ও মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে জেডিসিতে ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪৭২ জন পরীক্ষার্থী নিবন্ধন করেছে। ২৮ হাজার ৮৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা ২ হাজার ৭৩৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেবে।